১৯-০৭-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা : -- তোমাদের এই জন্ম খুবই অমূল্য, কেননা বাবা স্বয়ং এইসময় তোমাদের সেবা করেন, লাক্স (লক্ষ্য) সাবান দিয়ে তোমাদের বস্ত্র পরিষ্কার করেন"

প্রশ্ন : - যে আল্লাহকে সৃষ্টির রচয়িতা বলা হয়, তাঁকে কোন্ প্রশ্ন করা উচিত ?

উত্তর : - তাঁকে জিজ্ঞেস করো - আল্লাহ যখন এই সৃষ্টির রচনা করেছিলেন, তখন তাঁর এই রচনার জন্য নারীর প্রয়োজন, আল্লাহর এই নারী কে ? গড ফাদার যখন বলো, তখন অবশ্যই তাঁর সাহায্য চাই । বাচ্চারা, তোমরা এই গুহ্য রহস্যকে খুব ভালোভাবে জানো । আল্লাহর নারী হলেন এই ব্রহ্মা । ইনি হলেন তোমাদের বড় মা । এই কথাকে মানুষ বুঝতে পারে না ।

গীত : - এই সব খেলা কে বানিয়েছেন...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা জানে যে, কোনো মানুষই এই গানের যথার্থ অর্থ করতে পারে না । যারা নাটক বানিয়েছেন, তারাও বুঝতে পারেন না । এমনিই গান বানিয়ে দেন, যেমন শাস্ত্র বানানো হয়েছে । তারা কিছুই বুঝতে পারে না । তোমরা বেদকে বলো - এ কোনো ধর্মশাস্ত্র নয় । শাস্ত্র বলবে কিন্তু ধর্মশাস্ত্র নয় । এখন ধর্ম শাস্ত্র থেকে তো কোনো লাভ হওয়ার প্রয়োজন । ধর্মশাস্ত্রের অর্থও মানুষ বুঝতে পারে না । সেই শাস্ত্র যার দ্বারা কোনো ধর্ম স্থাপন হয় কারোর দ্বারা । তাই তোমাদের প্রশ্ন করা উচিত - বেদ, উপনিষদ কোন্ ধর্মের শাস্ত্র ? সেই ধর্ম কে স্থাপন করেছিলেন ? এর থেকে তো কোনো ধর্মই স্থাপন হয় নি । কোন্ - কোন্ ধর্ম আছে তাও বোঝানো হয় । ঝাড়ের মুখ্য অংশ হলো কান্ড । তারপর বড় ডাল, তারপর আবার ছোটো ছোটো ডালপালা বের হতে থাকে । তাই বাচ্চাদের বোঝানো হয় - এই যে সব ধর্মশাস্ত্র আছে, তার মধ্যে সর্ব শাস্ত্র শিরোমণি হলো গীতা - এই হলো কান্ড । আর বাকি সবই রচনা । এই যে ইসলাম, বৌদ্ধ, ক্রিশ্চিয়ান আদি সবই হলো কল্প বৃক্ষের ডালপালা । গীতায়ও লেখা আছে যে - মনুষ্য সৃষ্টির ঝাড় আছে । এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এই ঝাড়ের রহস্য বসেছে । এর মুখ্য কান্ড হলো - আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম । এই ঝাড়ের তুলনা বটবৃক্ষের ঝাড়ের সঙ্গে করা হয় । এই বৃক্ষ অনেক বড় হয় । ঝাড় যখন পুরানো হয়ে যায়, তখন তার কান্ড আর দেখা যায় না, বাকি ডালপালা থেকে যায় । এও ঠিক তেমনই । বাচ্চারা জানে যে, এর কান্ড যে দেবী - দেবতা ধর্ম ছিলো, এখন তা আর নেই । পরমাত্মা যদি ২৪ অবতার নেন, তাহলে তিনি সর্বব্যাপী হতে পারেন না । যখন অবতার নেন তখন কিভাবে তাঁকে সর্বব্যাপী বলা যাবে ? এ তো নতুন কথা, তাই না । এই ঝাড় কতো বড় । এখন এর কান্ডই নেই । আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের একজনও মানুষ এখন আর নেই ।

মানুষ সত্যযুগকে লাখ বছর পিছনে নিয়ে যায় । এ কতো মুশকিলের কথা হয়ে গেছে । এখন সমস্ত মানুষ দুঃখীই দুঃখী । কে সুখী হতে পারে ? সন্ন্যাসীদের বুদ্ধিতেও এই তুলনা আসবে না যে, এ হলো কাক বিষ্ঠার সমান সুখ আর অথৈ দুঃখ । এও তারা জানে না । এখন বাবা বলেন যে - আমি তোমাদের আবার অথৈ সুখে নিয়ে যাচ্ছি । এই সময় আমি আমার অভিনয় করে, সবকিছু করে দিয়ে লুকিয়ে যাই । এই পার্ট তো সকলেই করে যেমন ইসলামী - বৌদ্ধী আদি সবাই লুকিয়ে যাবে, ওপরে চলেও যাবে । এও কেউ জানে না । মানুষকেই বোঝানো হয় । পশুদের তো বলা হবে না । মানুষের

জন্ম সবথেকে উঁচু, এই গায়ন আছে । সে কোন্ জন্ম ? বলা হয় যে, মানুষের চামড়াও কোনো কাজে আসে না । তবুও বলা হয় - মানুষের জন্ম উত্তম জন্ম । বাস্তবে তোমাদের এই জন্ম হলো উত্তম, যে বাবা এখন বসে তোমাদের সেবা করছেন । দুনিয়ার মানুষের এই জীবন খুবই কনিষ্ঠ । তোমরা জানো যে -- আমরাও আগে নোংরা কাপড়ের মতো মানুষ ছিলাম, বাবা এখন আমাদের এই বস্ত্রকে জ্ঞানের লাক্স সাবান দিয়ে স্বচ্ছ করছেন আর বলছেন - এখন তোমরা তোমাদের বাবাকে স্মরণ করো ।

এই দুনিয়ায় কেউই বাবাকে জানে না । বাবাকে জানলে তবেই তো বাচ্চা হতে পারবে । তোমরা শিবের হলে, ব্রহ্মার হলে, তবেই তোমাদের পৌত্র বলা হবে । ব্রাহ্মণও দুই প্রকারের --- এক হলো মুখ বংশাবলী আর এক হলো কুলজাত বংশাবলী । তোমরা হলে ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী ব্রহ্মাকুমার - কুমারী । ব্রহ্মার বাবা কে ? শিববাবা । তাঁর বাবা তো কেউই হয় না । তিনিই তোমাদের পড়ান । তিনিই আবার তোমাদের গুরু । এখন তিনি তোমাদের সামনে বসে আছেন, পরে আবার আড়াল হয়ে যাবেন । এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করে, দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনা করে, আর সবাইকে মুক্তিধামে নিয়ে যাবেন । তিনি ২১ জন্মের সুখ দিয়ে দিছেন, আর কি চাই । বাবা তো সদা সুখী বানান । বাকি উঁচু পদ পাওয়ার জন্য তো পুরুষার্থ করতে হবে । কৃষ্ণপুরীকে সুখধাম বলা হয় । নারায়ণের ছেলেবেলা দেখানো হয় না । আবার কৃষ্ণের স্বয়ংবর দেখানো হয় । যদি রাধার সঙ্গে স্বয়ংবর হয়, তাহলে তাঁর নামের যে পরিবর্তন হয় তা দেখানো হয় না । লক্ষ্মী - নারায়ণের কথা তো মানুষ জানেই না । তাঁদের জীবন - চরিত্রকে কেউই জানে না । তোমরা এখন তা বুঝতে পারছো । কোটিতে কয়েকজন ই আসবে যারা এই চক্র সম্পূর্ণ করেছে । তোমরা এ কথা জানো যে - যারা পূজ্য থেকে পূজারী হয়েছে, তারাই প্রথমে ভক্তি করে । সকলেই তো ভক্ত । সর্ষের মতো সমস্ত মানুষ । তোমরা জানো যে, এখন বেচারা সমস্ত মানুষই মৃত্যুর চাকার মধ্যে রয়েছে । এখন বাচ্চারা, তোমরা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী হয়েছো । এই ৮৪ জন্মের চক্র বুদ্ধিতে রাখা খুবই সহজ । আমরা এখন ব্রাহ্মণ । আমরাই আবার দেবতা হবো তখন এই ৮৪ জন্ম আবার নিতে হবে । আমিই সেই" এর অর্থ বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে । "আমিই সেই ----সেই আমি" -এই গান এখানেই গাওয়া হয় । অন্য ধর্মে এই অক্ষর নেই । "ওম" শব্দের অর্থ মানুষ "ভগবান" মনে করে নেয় । বাস্তবে "ওম্" শব্দের অর্থ - "আমিই আত্মা ।" ওরা আবার উল্টো বলে দেয় - আত্মাই পরমাত্মা । আচ্ছা, তাহলে কি হলো ? আমরা তো শরীর নই । পরমপিতা পরমাত্মা তো এমন বলতেই পারেন না যে - আমি আত্মা, এই আমার শরীর । সেই বাবা বলেন - আমি আত্মা তো বরাবর আছি । আমি এই শরীর ধার নিয়েছি । এ আমার শরীর রূপী জুতো নয় । আমার কোনো পা নেই । আমার চরণের কোনো পুজো হতে পারে না । কৃষ্ণের চরণ আছে, আমার তো নেই । আমি হলাম নিরাকার । এমনিতে আত্মাও নিরাকার কিন্তু আত্মা ৮৪ জন্মে আসে । আমার তো কোনো শরীর নেই । আমি হলাম অশরীরী । তোমাদেরও আমি বলি, অশরীরী হয়ে আমাকে স্মরণ করো । তোমরা জানো যে বাবা এখন এসেছেন । তাঁর পার্ট কি ? তাঁর পার্ট হলো এই পতিত সৃষ্টিকে পবিত্র করা । নিরাকার তো অবশ্যই কোনো শরীরে আসবেন । মানুষ না জানার কারণে ফার্স্ট প্রিন্স হিসেবে কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে । এখন শ্রীকৃষ্ণ এখানে কিভাবে আসতে পারে ? এ কথা নিজে বুঝে অন্যদেরও বোঝাতে হবে ।

টেগোর আদিরা গীতার কতো মহিমা করতেন । বাস্তবে কৃষ্ণেরও মহিমা নেই । কৃষ্ণের মহিমা তো শিববাবা করিয়েছেন । এ হলো কৃষ্ণের অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম । বাবা বলেন যে -- ছোটো

বাচ্চার শরীরে তিনি কিভাবে বসে শোনাবেন ? অবশ্যই অনুভবী রথের প্রয়োজন । ড্রামা অনুসারে আমার এই রথ বিখ্যাত । এমন নয় যে অন্য কল্পে আমি অন্য রথ নেবো । ব্রহ্মার দ্বারাই আমি স্থাপনা করবো । আগের কল্পেও তোমরা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা ব্রহ্মার দ্বারা অবিনাশী বর্সা নিয়েছিলে । বাবা এখন বলছেন - অন্য সঙ্গ ত্যাগ করে আমার সঙ্গে যুক্ত হও । আমার তো এক শিববাবা দ্বিতীয় আর কেউ নেই । তুমিই মাতা - পিতা ----যাঁর এত মহিমা, এখন তোমরা তাঁর সামনে বসে আছো । বিচার করতে হবে বরাবর আমাদের কে রচনা করেছেন ? বলা হয় আল্লাহ রচনা করেছেন । তাহলে অবশ্যই আল্লাহর কোনো ফিমেলও থাকবে ? আল্লাহ তো নিরাকার তাহলে তাঁর ফিমেল কোথা থেকে এসেছে ? তোমরা যখন গড ফাদার বলো, তাহলে ফাদার অবশ্যই রচয়িতা হয় । মাদার যদি না থাকে তাহলে তাঁকে ফাদার কিভাবে বলা হবে ? বাচ্চার জন্ম হলে তবেই তো ফাদার বলা হবে । এ কেউই জানে না যে গড ফাদারের ফিমেল কে ? এ হলো সবথেকে গুহ্য কথা । আদম আর বিবি দুইই আছে । আদম ওনাকে বলা হবে কিন্তু সরস্বতীকে বিবি বলা যাবে না । তিনি বিবি হলে তাঁর মা কে ? এ অনেক বোঝার মতো কথা । বাবা বসেই এইসব বোঝান । এই হিসেবেই ব্রহ্মা আমার সজনী হলো । এঁর মুখের সাহায্যেই বাচ্চারা আমি তোমাদের রচনা করি । আমি এই ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করি । ওনাকে সামলানোর জন্য জগদম্বাকে নিমিত্ত করা হয়েছে । আদি দেব ব্রহ্মা এবং জগদম্বা সরস্বতী এঁরা কে ? বিবেক বলে ইনি হলেন ব্রহ্মার কন্যা । তাহলে ইনি কিভাবে রচনা করেছেন ? ব্রহ্মার দ্বারা রচনা করেছেন তাহলে ইনি হলেন বড় মা । এরপর সামলানোর জন্য মাম্মাও আছেন আর বাবাও আছেন । প্রথম নম্বরে সরস্বতী আসেন । জগদম্বার কতো মহিমা । এখন তোমরা বুঝে গেছো যে আমরাই সেই ব্রাহ্মণ হয়েছি । আমরা এখন ঈশ্বরের কোলে এসেছি । এখানেও দুই প্রকারের আছে ---- প্রকৃত সন্তান আর নাম মাত্র সন্তান । একই মায়ের সন্তান যখন তখন প্রকৃত আর নামমাত্রর তো প্রশ্নই ওঠে না । এখানে কেন প্রকৃত আর নামমাত্র বলা হয় ? বলা হয়, যারা প্রকৃত সন্তান হয় তারা প্রতিজ্ঞা করে --- আমরা পবিত্র হয়ে আশীর্বাদী বর্সা নেবো । তাই এমন পবিত্র সন্তানই রাজগদির অধিকারী হয় । আর নামমাত্র সন্তানরা প্রজাতে চলে যায় । প্রকৃত সন্তানও অনেক হবে আবার তাদের মধ্যেও নম্বর অনুসারে থাকবে । যে যত পুরুষার্থ করবে, সে ততই মা - বাবার কোলে বসবে ।মাম্মা - বাবা যখন কোলে বসেছেন তখন আমাদেরও সেই আসন পাওয়া উচিত । তা কিন্তু নম্বর অনুসারেই মিলবে । তো এ হলো যোগের যাত্রা । বাবাকে স্মরণ করতে হবে, স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে, নিজের সমান বানাতে হবে । নিজের সমান বানানোতে পরিশ্রম করতে হবে । বাচ্চারা তাদের পরিচয় দিয়ে বাবার কাছে রিফ্রেশ হতে আসে । বাবা দেখেন যে - কে কে বাবার সাথে সম্পূর্ণ অবিনাশী বর্সা নেবে আর সবদিক থেকে মমত্ব দূর করে একদিকেই লাগাবে । তোমরা জানো যে, বাবাই আমাদের এই বিশ্বের মালিক বানান । বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাবো । এরপর তোমরা সূর্যবংশীই হও বা চন্দ্রবংশী ।

তাই বাবা নিজে থেকেই সবকিছু করছেন । এরপর তিনি লুকিয়ে যাবেন । তিনি তো বারে বারে অবতার নেন না । তাঁর নিজের কোনো শরীরই নেই । তিনি কেবল একবারই আসেন । তোমরা তো বারে বারে এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করো । আমি পুনর্জন্মে আসি না । তিনি কতো ভালোভাবে বোঝান । পূর্বে এই কথা বুদ্ধিতে ছিলো না । অনায়াসে ঘরে বসে বা রাস্তায় বাবা প্রবেশ করে এই কথা বলাতে আমরা জানতে পেরেছি । এখন দিন - প্রতিদিন সমস্ত কথা বুদ্ধিতে বসে যাচ্ছে । এমন তো বলা হয়, আমি সাত দিনের বাচ্চা বা আমি দু মাসের বাচ্চা । এই জ্ঞান তো এক সেকেন্ডেই পাওয়া যেতে পারে । বাবার কতো বাচ্চা আছে । আর কোনো সৎসঙ্গই নেই যেখানে এত

বাচ্চা থাকতে পারে । প্রজাপিতা ব্রহ্মা আর জগদম্বাও বাবার ছেলে মেয়ে, নাকি তারা মেল - ফিমেল । মেল -ফিমেল এত সন্তান কিভাবে জন্ম দেবে । কুলজাত সন্তানের তো কোনো কথাই নেই । যারা আগের কল্পে মাতা - পিতার হয়ে বর্সা নিয়েছিলো, তারাই আসতে থাকবে । কলম লাগতেই থাকে । এ তো বাগান, তাই না । এখন তো দেবী - দেবতা ধর্মের ফুল আর নেই । বাকি সবই যেন কাঁটা । সবই ফুটতে থাকে । এ হলো কাঁটার দুনিয়া । বাবা এসে এই কাঁটার থেকে কুঁড়ি আর কুঁড়ির থেকে ফুল বানান । শ্রীমতে না চললেই তোমরা আছাড় খাও । বাবা বুঝতে পারেন, এ বিকারে আছাড় খেলো । এখন তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছো । গান্ধী বাপুও পতিত - পাবনকে স্মরণ করতেন । তিনি চাইতেন ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি রাজ্য হোক । সেই রাজ্য তো বাবাই স্থাপন করবেন । তোমরা জানো যে - এখন আমাদের কংসপুরী থেকে কৃষ্ণপুরীতে যেতে হবে । ভারতে একসময় সত্যযুগ ছিলো । লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য ছিলো । এ হলো পাঁচ হাজার বছরের কথা । পাঁচ হাজার বছরের থেকে পুরানো জিনিস আর কিছুই হয় না । লাখ বছরের কোনো জিনিস তো এখন থাকেই না । দেখো, তোমরা বৃদ্ধা মাতারা গুড়গাও থেকে এসেছো মাতা - পিতার কাছে, যাঁর কাছ থেকে তোমরা বর্সা পাও । বাবাও বৃদ্ধাদের দেখে খুশী হন । তারা পাঁচ হাজার বছর আগে এসেও এই আশীর্বাদী বর্সা নিয়েছিলো । সমস্ত কিছুই এই পুরুষার্থের উপর নির্ভর করে । তোমরা বৃদ্ধারা এত জ্ঞান ধারণ করতে পারবে না । এই বৃদ্ধ দাদা তো খুব ভালো পড়ে । তোমরা বুঝতে পারো - অল্প বয়সের সরস্বতী মা খুব ভালো পড়তে পারে । আরে, এ তো ব্রহ্মপুত্র নদী । এ তো অবশ্যই খুব ভালো পড়বে, তাই না । এই বৃদ্ধ সবথেকে তীক্ষ্ণ । ওই সরস্বতী তো মেয়ে হয়ে গেলো । বৃদ্ধাদের জন্যও খুবই সহজ । কেবল বাবাকে স্মরণ করতে থাকো । আহা ! শিববাবা, তোমার কাছে বলিহারি যাই । তুমি তো আমাদের সুখধামে নিয়ে যাও । ব্যস, এমন খুশীতে থাকলেও তরী পার হয়ে যাবে । সবসময় মনে করবে শিববাবা আমাদের বোঝান । একে ছেড়ে দাও । এমন মনে করো যে শিববাবাই আমাদের শোনান, তাহলে বুদ্ধিযোগ শিববাবার কাছে যাওয়ার ফলে বিকর্ম বিনাশ হবে । মাম্মাও শিববাবার থেকে শুনেই তোমাদের শোনান । সর্বদা এক শিববাবার স্মরণই যদি থাকে তাহলে বিকর্ম বিনাশ হতে থাকবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) সিংহাসনের অধিকারী হওয়ার জন্য পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করে বাবার প্রকৃত সন্তান হতে হবে, অন্য সব সঙ্গ থেকে মুক্ত হয়ে এক সঙ্গে জুড়তে হবে ।

২) নিজের সমান বানানোর সেবা করতে হবে । কাঁটার থেকে কুঁড়ি এবং কুঁড়ির থেকে ফুল হতে হবে এবং অন্যকেও করতে হবে । নতুন ঝাড়ের কলম লাগাতে হবে ।

বরদান : - সব বিষয়েই মুখে এবং মনে 'বাবা - বাবা' বলে আমিত্ব ভাব সমাপ্তকারী সফলতা মূর্ত ভব

তোমরা অনেক আত্মার উৎসাহ – উদ্দীপনা বৃদ্ধির নিমিত্ত আত্মারা কখনোই আমিত্ব ভাবে এসো না । আমি করেছি – এমন নয় । বাবা আমাকে নিমিত্ত করেছেন । "আমি" এই শব্দের পরিবর্তে "আমার বাবা, আমি করেছি বা আমি বলেছি, এমন কথা নয় । বাবা করিয়েছেন, বাবাই করেছেন এমন ভাবলে সফলতামূর্ত হতে পারবে । নিজের মুখ থেকে যত বাবা – বাবা শব্দ নির্গত হবে ততই অনেককে বাবার করতে পারবে । সবার মুখ থেকে এই কথাই যেন বের হয় যে – এর চেতনা এবং কথায় একমাত্র বাবাই আছে ।

স্লোগান : - সঙ্গম যুগে নিজের তন – মন এবং ধনকে সফল করা এবং সর্ব সম্পদের বৃদ্ধি করাই হলো বুদ্ধিমানের কাজ ।